যুগান্তর

তারিখ 20 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

স্কুল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি

মো. ইয়াছিন মজুমদার

সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার এবং কোনোভাবেই বাইরের প্রশ্নে পরীক্ষা না নেয়ার নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারি করেছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। মফস্বলের প্রতিষ্ঠানগুলোয় এখনও এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যারা মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়ন করতে সক্ষম নন। তাছাড়া ভালো প্রশিক্ষণ না থাকায় তারা সৃজনশীল প্রশ্ন যথাযথভাবে করতে পারেন না। অপরদিকে বাইরের প্রশ্ন প্রণেতারা অভিজ্ঞ কিছু শিক্ষক দিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করেন। মানসম্মত না হলে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রশ্ন কিনবে না, তাই প্রশ্ন যেন মানসম্মত হয় সেদিকে তারা যথেষ্ট খেয়াল রাখেন। একজন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যে বিষয়ে পাঠদান করেন, সে বিষয়ে ছাত্ররা ফলাফল খারাপ করলে পরিচালনা কমিটি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হয় বিধায় উক্ত শিক্ষক প্রশ্নের মান সহজ করে দিতে পারেন, যা সঠিক মেধা যাচাইয়ের অন্তরায়।

শিক্ষকদের কাছে যেসব ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট পড়ে বা নীতিমালা মেনেই কোচিং করে, তাদের প্রতি শিক্ষকদের কিছুটা সহানুভূতি থাকে। প্রাইভেট কোচিং না করানো শিক্ষকেরও কিছু প্রিয় ছাত্রছাত্রী বা আত্মীয়স্বজন থাকে, যাদের প্রতি তাদের সহানুভূতি থাকাটা স্বাভাবিক। মফস্বলের কোনো রাজনৈতিক নেতা বা পরিচালনা কমিটির কোনো সদস্য একজন শিক্ষককে যদি অনুরোধ করেন—আমার ছেলেকে পাঠালাম, সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন বইতে দাগ দিয়ে দিবেন; তখন শিক্ষকের পক্ষে সে অনুরোধ রক্ষা না করা কঠিন হয়ে যায়। এভাবে দাগ দেয়া থেকে প্রশ্ন কমন পড়লে মেধা যাচাই যথাযথ হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেরা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। উচ্চশিক্ষিত এসব শিক্ষকের মধ্যে কেউ কেউ ভালো নম্বর পাইয়ে দেয়ার লোভ দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা আদায় ও অনৈতিক সম্পর্ক তৈরির কথা শোনা যায়। আমাদের দেশে যেখানে অনেক নিরাপত্তার পরও পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়, সেখানে একজন শিক্ষকের কাছে তা শতভাগ নিরাপদ থাকবে, এ নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। দেখা যায়, অধিকাংশ শিক্ষক কম্পিউটার টাইপে পারদর্শী নন। কাজেই প্রশ্ন প্রণয়নের পর তা নিশ্চয়ই অন্য কেউ কম্পিউটারে টাইপ করবে। এরপর গ্রুফ দেখার জন্য আনা হবে। পরে আবার তা সংশোধন করে মুদ্রণের জন্য দেয়া হবে। এরপর ফটোস্ট্যাট করার জন্য দিতে হবে। এত হাত ঘোরার পর একটি প্রশ্ন শতভাগ নিরাপদ থাকবে, এ গ্যারান্টি দেয়া যায় না। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশ্ন করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক না করে প্রতিষ্ঠান প্রধান, পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকদের এখতিয়ারে ছেড়ে দিলে তারা তাদের সুবিধামতো প্রশ্ন ক্রয় বা প্রণয়ন করিয়ে নেবেন। অথবা জেলা-উপজেলায় একটি প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটি করে তাদের মাধ্যমে প্রশ্ন প্রণয়ন করে পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করছি।

অধ্যক্ষ, ফুলগাঁও ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা
লাকসাম, কুমিল্লা